দৈনিক খবর

তারিখ ... 09 MAY 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮

25

'পরীক্ষায় নকল বন্ধ করতে সবাই এগিয়ে আসুন'

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ পরীক্ষায় নকল বন্ধে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, হানাহানি, সেশনজট, পরীক্ষায় দুর্নীতি ও অসদুপায় অবলম্বন প্রভৃতি শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করে তুলছে। পরীক্ষায় নকল প্রবণতা বর্তমানে এক জাতীয় ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার পরীক্ষায় অসদুপায় ও দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ সকল স্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও দেশব্যাপী

২-এর পাতায় দেখুন

পরীক্ষায় নকল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জনমত গঠনের লক্ষ্যে ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ একথা বলেন।

শিক্ষক ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল পর্যায়ের পরীক্ষাসমূহ ও বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রেও নকল প্রবণতার তৎপরতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, এই নকল প্রবণতা শুধু জাতির জন্য অপমানজনকই নয়, এটা মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর যা জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা বলেন, গত কয়েক বছরের দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এস এস সি পরীক্ষার ফলাফলের ক্তিয়ান-পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলেই নকল প্রবণতাসহ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও দুর্নীতির বাস্তব চিত্র ফুটে উঠবে।

ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও দুর্নীতি, সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ ও শিক্ষাঙ্গনে অশুভ তৎপরতার চিত্র দেখে অভিভাবক, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষকসহ সকল স্তরের জনগণের মধ্যে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও গভীর হতাশা সৃষ্টি করছে। শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত ও পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধকল্পে শিক্ষকদের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের জনগণকে শক্তিশালী ঐক্যমত ও সক্রিয় সচেতন ভূমিকা পালনের জন্য ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ উদাত্ত আহবান জানান।

ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, অতীতে পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকাকালীন অনেক শিক্ষককে দুস্কৃতকারীর হাতে লাঞ্ছিত, আহত ও প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়েছে। নেতৃবৃন্দ পরীক্ষাসমূহে দুর্নীতি, অনিয়মের অপরাধ প্রমাণিত ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রদানের জোর দাবী জানান। এছাড়া নেতৃবৃন্দ পরীক্ষাসমূহে ছাত্র-শিক্ষকের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল প্রিন্সিপাল এ কে এম শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক জহিরুল হক, অধ্যাপক আঃ কাশেম, অধ্যাপক আলী রেজা, অধ্যাপক শহীদুর রহমান, অধ্যাপক আঃ রাজ্জাক, মাওলানা আঃ খালেক, নূরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ তোতা মিয়া উপস্থিত